২৯-০১-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- ক্রোধ খুবই দুঃখদায়ী, এ যেমন নিজেকেও দুঃখ দেয় তেমনি অন্যকেও দুঃখী করে, তাই শ্রীমতে চলে এই ভূতের উপর বিজয় প্রাপ্ত করো"

প্রশ্ন :- কল্পে - কল্পে দাগ কোন্ বাচ্চাদের উপর লাগে ? তাদের কি গতি হয় ?

উত্তর :- যারা নিজেদের বুদ্ধিমান মনে করে, সম্পূর্ণ শ্রীমতে চলে না । অন্দরে কোনো না কোনো বিকার গুপ্ত বা প্রত্যক্ষ রূপে থাকে, তাকে দূর করে না । মায়া যাদের ঘিরে রাখে । এমন বাচ্চাদের কল্পে - কল্পে দাগ লেগে যায় । তাদের অন্তিম সময়ে খুব আফসোস করতে হবে । তারা নিজেদের লোকসান করে ফেলে ।

গীত :- আজ অন্ধকারে আছে মানুষ .....

ওম শান্তি । বাচ্চারা জানে যে, বেহদের বাবা যাঁকে হেভেনলী গড ফাদার বলা হয়, তিনি সকলের বাবা । তিনি বাচ্চাদের সামনে বসিয়ে বুঝিয়ে বলেন । বাবা তো সমস্ত বাচ্চাদের এই নয়নের দ্বারাই দেখেন । বাচ্চাদের দেখার জন্য তাঁর দিব্য দৃষ্টির প্রয়োজন হয় না । বাবা জানেন তিনি পরমধাম থেকে বাচ্চাদের কাছে এসেছেন । এই বাচ্চারাও দেহধারী হয়ে এখানে অভিনয় করে চলেছে, এই বাচ্চাদের সম্মুখে বসেই আমি পড়াই । বাচ্চারাও জানে যে, বেহদের বাবা যিনি স্বর্গের স্থাপনা করেন, তিনি আবার ভক্তিমার্গের ধাক্কার থেকে মুক্ত করে আমাদের জ্যোতি জাগ্রত করছেন । সমস্ত সেন্টারের বাচ্চারা মনে করে যে, এখন আমরা ঈশ্বরীয় কুলের বা ব্রাহ্মণ কুলের । পরমপিতা পরমাত্মাকে এই সৃষ্টির রচয়িতা বলা হয় । কেমন করে এই সৃষ্টির রচনা করা হয় তা বাবা বসে বুঝিয়ে বলেন । বাচ্চারা জানে যে,মাতা - পিতা ছাড়া কোনো মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করা যায় না । এমন বলা হবে না যে, পিতার দ্বারা সৃষ্টির রচনা করা হয়, না তা নয় । গায়নও হয় .....তুমিই মাতা, তুমিই পিতা .....এই মাতা - পিতাই সৃষ্টির রচনা করে তোমাদের তার উপযুক্ত করে তোলেন । এ খুবই বিশেষ ঘটনা । এমন তো নয় যে উপর থেকে দেবতারা এসে ধর্ম স্থাপন করবেন । যেমনভাবে ক্রাইস্ট ক্রিস্টিয়ান ধর্মের স্থাপনা করেন । তাই ক্রাইস্টকেও ক্রিস্টিয়ান ধর্মের মানুষ বাবা বলেন । বাবা যদি থাকে তাহলে মা ও অবশ্যই চাই । তাই "মেরীকে" মা মনে করতেন । এখন এই "মেরী" কে ছিলেন ? ক্রাইস্টের নতুন আত্মা এসে যখন শরীরে প্রবেশ করলেন তখন এই মুখের দ্বারাই প্রজার রচনা করেছিলেন । এই হলো ক্রিস্টিয়ান ধর্মের মানুষ । তোমাদের এও বোঝানো হয়েছে যে, নতুন আত্মা, যারা ওপর থেকে আসে তাদের এমন কোনো কর্ম থাকে না যে তারা দুঃখের ভোগ করে । পবিত্র আত্মারা আসে । যেমন পরমপিতা পরমাত্মা কখনোই দুঃখ ভোগ করেন না । দুঃখ বা গালি আদি সব এই সাকারীদেরই হয়ে থাকে । তাই ক্রাইস্টকেও যখন ক্রুশ বিদ্ধ করা হয়েছিলো তখন তিনি যার শরীরে প্রবেশ করেছিলেন, সেই আত্মাই এই কষ্ট সহ্য করেছিলেন । ক্রাইস্ট তো সম্পূর্ণ পবিত্র আত্মা, তিনি কখনোই দুঃখ ভোগ করবেন না । তাই ক্রাইস্ট হলেন বাবা । মা কোথা থেকে আনা হবে । তখন "মেরী"কে মা বলা হয়েছিলো । দেখানো হয় যে "মেরী "কুমারী ছিলেন এবং তিনি ক্রাইস্টের জন্ম দিয়েছিলেন । এ সবই শাস্ত্র থেকে নেওয়া হয়েছে । এও তো বলা হয় যে কুন্তী কুমারী কন্যা অবস্থায় কর্ণের জন্ম দিয়েছিলেন । এখন এ হলো দিব্য দৃষ্টির কথা ওরা তার কপি করেছে । তেমনই এই ব্রহ্মাও হলেন মা । তিনি তাঁর মুখজাত সন্তানদের সামলানোর জন্য মাম্মাকে দিয়েছিলেন ।

ক্রাইস্টেরও তেমনই । ক্রাইস্ট প্রবেশ করে ধর্ম স্থাপন করেছিলেন । তাদের বলা হবে ক্রাইস্টের মুখ বংশাবলী ভাই - বোন । ক্রিস্টিয়ানদের প্রজাপিতা হলেন ক্রাইস্ট । যাঁর মধ্যে প্রবেশ করে তিনি এই সন্তানদের জন্ম দিয়েছিলেন, তিনি হয়ে গেলেন মাতা । এদের সামলানোর জন্য "মেরী"কে দেওয়া হয়েছিলো, ওরা "মেরী"কেই মা মনে করে নিয়েছে । এখানে তো বাবা বলেন, আমি এঁর মধ্যে প্রবেশ করে মুখ সন্তান রচনা করি । তাহলে এখানে মাম্মাও হলেন মুখ সন্তান । এ হলো খুব বিস্তারিত ভাবে বোঝার মতো কথা ।

দ্বিতীয়তঃ-- বাবা বোঝান, আজ একটি পার্টি আবুতে আসবে - ভেজিটেরিয়ানের প্রচার করতে । তো তাদের বোঝাতে হবে যে, বেহদের বাবা এখন দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছেন, যিনি সম্পূর্ণ নিরামিষাশী । আর কোনো ধর্মই এতটা নিরামিষাশী হয় না । এখন এরা শোনাবেন বৈষ্ণব হওয়ার কতো লাভ । কিন্তু সবাই তো তা হতে পারবে না, কেননা অনেকেই অভ্যস্ত, ছেড়ে দেওয়া মুশকিল তাদের কাছে । কিন্তু এর উপর বোঝাতে হবে যে, বেহদের বাবা যে স্বর্গের স্থাপন করেছিলেন, সেখানে সবাই বৈষ্ণব, অর্থাৎ বিষ্ণুর বংশাবলী ছিলেন । দেবতারা সম্পূর্ণ পবিত্র ছিলেন । আজকালের নিরামিষাশীরাও তো অপবিত্র । ক্রাইস্টের তিন হাজার বছর পূর্বে ভারতে স্বর্গ রাজ্য ছিলো । তাই এমন করেই সবাইকে বোঝাতে হবে । তোমরা বাচ্চারা ছাড়া এমন কোনো মানুষ নেই যারা জানে যে স্বর্গ কি জিনিস ? কবে তা স্থাপন হয়েছিলো ? সেখানে কারা রাজত্ব করতো ? যদিও তারা লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দিরে যায় । বাবাও সেখানে যেতেন কিন্তু জানতেন না যে স্বর্গে এঁদেরই রাজধানী থাকে । কেবল মানুষ এঁদের মহিমাই করে থাকে কিন্তু এঁদের কে এই রাজ্যের অধিকারী করেছিলেন তা কেউই জানে না । এখন পর্যন্ত মানুষ অনেক মন্দির বানিয়েছে, তারা ভাবে লক্ষ্মী ধন দান করেন তাই দীপমালার সময় ব্যবসায়ীরা লক্ষ্মীর পুজো করে থাকে । যারা মন্দির নির্মাণ করে তাদেরও বোঝানো উচিত । যেমন বিদেশীরা এলে তাদের বোঝানো উচিত যে ক্রাইস্টের জন্মের ৩ হাজার বছর পূর্বে ভারত এমনই ভেজিটেরিয়ান ছিলো, এমন কেউই আর হতে পারবে না । তাদের মধ্যে অনেক শক্তি ছিলো । সেই রাজ্যকে দেবী দেবতার রাজ্য বলা হয় । এখন সেই রাজ্য আবার নতুন করে স্থাপিত হচ্ছে । এ হলো সেই সময় । শংকরের দ্বারা বিনাশের গায়নও আছে, তখন আবার বিষ্ণুর রাজ্য হবে । বাবার থেকে সেই স্বর্গের আশীর্বাদী বর্সা যদি নিতে চাও তো এসে নিতে পারো । রমেশ আর ঊষা দুজনেরই সেবা করার খুব শখ । এরা হলো আশ্চর্য এক জোড়া, খুবই সেবাপরায়ণ । দেখো, অনেক নতুনরা আসে যারা পুরানোদের থেকেও তীব্রগতিতে এগিয়ে যায় । বাবা তো অনেক যুক্তি বলেন কিন্তু কোনো না কোনো বিকারের নেশা থাকে তাই মায়া উঠতে দেয় না । কারোর মধ্যে হয়তো কামের অংশ মাত্র আছে, ক্রোধ তো অনেকের মধ্যেই আছে । এখনো কেউই পরিপূর্ণ হতে পারে নি । সবাই পরিপূর্ণ হতে চলেছে । মায়াও অন্দরে আঘাত করতে থাকে । যখন থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছিলো, তখন থেকেই এই মায়ারূপী ইঁদুর কাটতে শুরু করেছিলো । এখন তো ভারত সম্পূর্ণ কাঙ্গাল হয়ে গেছে । মায়া সবাইকে পাথরবুদ্ধি বানিয়ে দিয়েছে । খুব ভালো ভালো বাচ্চাদেরও মায়া এমনভাবে ঘিরে ধরে যে তারা জানতেও পারে না, আমরা কিভাবে পিছনের দিকে চলেছি । তখন সঞ্জীবনী বুটি শুকিয়ে হুঁশ ফিরিয়ে আনা হয় । ক্রোধও হলো দুঃখদায়ী । নিজেকেও যেমন দুঃখ দেয় তেমনি এই ক্রোধ অপরকেও দুঃখী করে । কারোর মধ্যে তা গুপ্ত রূপে থাকে কারোর মধ্যে আবার প্রত্যক্ষ রূপে । যতই বোঝাও বুঝতেই পারে না । এখন নিজেদের খুব বুদ্ধিমান মনে করে । কিন্তু পরে আফসোস করতে হবে । কল্পে কল্পে দাগ লেগে যাবে । বাবার শ্রীমতে চললে লাভও অনেক । নাহলে অনেক লোকসান । দুজনের মতই বিখ্যাত । শ্রীমত আর ব্রহ্মা মত । বলা হয়, ব্রহ্মা বললেও এরা

মানবে না । কৃষ্ণের নাম বলা হয় না । এখন তো পরমপিতা পরমাত্মা নিজে মত দিচ্ছেন । ব্রহ্মাও তাঁরই থেকে মত পেয়ে থাকেন । বাবা বাচ্চাদের খুবই ভালোবাসেন । তিনি বাচ্চাদের কাঁধে, মাথায় চড়ান । বাবার এই লক্ষ্য থাকে যে বাচ্চারা যদি উচ্চে চড়তে পারে তাহলে এই কুলের নাম বৃদ্ধি পাবে । কিন্তু বাচ্চারা না বাবার কথা শোনে না দাদার কথা, বড় মায়ের কথাও মানে না । তাদের কি দশা হবে সে কথা আর জিজ্ঞেস করো না । বাদবাকি সেবাপরায়ণ বাচ্চারা তো বাপদাদার হৃদয়ে বিরাজ করে । তো তাদের মহিমা বাবা নিজেই করেন । তাই তাদের বোঝাতে হবে যে, এই ভারতেই বিষ্ণু ঘরানার রাজ্য ছিলো, যা আবার নতুন করে স্থাপন হচ্ছে । এখন বাবা সেই ভারতকেই আবার , বিষ্ণুপুরী বানাচ্ছেন ।

তোমাদের খুব নেশা থাকা উচিত । ওই মানুষরা তো নিখরচায় নিজের নামের জন্য মাথা ঠুকতে থাকে । খরচা তো সরকারের থেকেই পাওয়া যায় । সন্ন্যাসীরা তো অনেক পয়সাই পায় । এখনো বলে যে, ভারতের প্রাচীন যোগ শেখাতে যাই, তো ঝট করে পয়সা দেবে । বাবার তো কারোর টাকার দরকার নেই । তিনি নিজেই সম্পূর্ণ দুনিয়ার সাহায্যকারী ভোলা ভাণ্ডারী, সাহায্য পান বাচ্চাদের । সাহসী বাচ্চা, সাহায্যকারী বাবা । কেউ যখন বাইরে থেকে আসে তো ভাবে, এ আশ্রম তো কিছু দিই । কিন্তু তোমাদের বলা উচিত, কেন দিচ্ছো ? জ্ঞান তো কিছুই শোনো নি । কিছুই জানো না । আমরা বীজ বপন করি, স্বর্গে তার ফল পাওয়া যায়, সেও জানতে পারবে যখন এই জ্ঞান শুনবে । এমন কোটি মানুষ এখানে আসবে । এ ভালো যে বাবা গুপ্ত রূপে এসেছেন । কৃষ্ণের রূপে আসলে বালির মতো একত্রিত হয়ে চকচক করতো, কেউ আর ঘরে বসতে পারতো না । তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান । এইকথা ভুলে যেও না । বাবার তো মনে হয় যে বাচ্চারা সম্পূর্ণ বর্সা নিক । স্বর্গে তো অনেকেই আসবে কিন্তু হিম্মত করে উঁচু পদ লাভ করা, সে কোটির মধ্যে কয়েকজন । আচ্ছা ।
মাতা – পিতা, বাপদাদার মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি স্মরণ – ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানী বাচ্চার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

রাত্রি কালীন ক্লাস ১৫-০৬-৬৮

যা অতীত হয়ে গেছে তা রিভাইজ করলে যার দুর্বল হৃদয় তার হৃদয়ের দুর্বলতারও রিভাইজ হয়ে যায় তাই বাচ্চাদের মজবুত করার জন্য ড্রামার এই পাটাতনে দাঁড় করানো হয়েছে । স্মরণের দ্বারাই মুখ্য লাভ হয় । এই স্মরণেই আয়ুর বৃদ্ধি হয় । বাচ্চারা যদি এই নাটককে বুঝতে পেরে যায় তাহলে কোনোকিছু সম্বন্ধেই আর ভাববে না । নাটকে এই সময় জ্ঞান শেখার আর শেখানোর পার্ট চলছে । এরপর এই পার্ট বন্ধ হয়ে যাবে । না বাবার পার্ট থাকবে না আমাদের । না তাঁর দেওয়ার পার্ট থাকবে আর না আমাদের নেওয়ার পার্ট । সব এক হয়ে যাবে । আমাদের পার্ট নতুন দুনিয়াতে হয়ে যাবে । বাবার পার্ট হবে শান্তিধামে । পার্টের রিল তো ভরা আছে, আমাদের প্রারব্ধের পার্ট আর বাবার শান্তিধামের পার্ট । দেওয়া আর নেওয়ার পার্ট সম্পূর্ণ হলেই ড্রামাও সম্পূর্ণ হবে । তারপর আমরা রাজ্য করতে আসবো, সেই পার্ট তখন পরিবর্তন হয়ে যাবে । জ্ঞানও সম্পূর্ণ হয়ে যাবে । আমরাও সেই দেবতা হয়ে যাবো । পার্টই সম্পূর্ণ তো কোনো ফারাক আর থাকবে না । বাচ্চাদের সাথে বাবারও কোনো পার্ট আর থাকবে না । বাচ্চারা জ্ঞানকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করে । তাদের কাছে আর কিছুই থাকে না । না যিনি দেন তাঁর মধ্যে আর না যারা নেয় তাদের মধ্যে কম থাকে, তো দুজনেই একে অপরের সমান হয়ে যায় । এতে বিচার সাগর মন্থন করার বুদ্ধির প্রয়োজন । বিশেষ পুরুষার্থ হলো

এই স্মরণের যাত্রার । বাবা বসে বোঝান । শোনালে তো ভারী কথা হয়ে যায়, বুদ্ধিতে তো সুক্ষ্ম আছে । তোমরা অন্তরে জানো যে শিব বাবার রূপ কেমন । চোখে দেখে বোঝানোতে বড় মনে হবে । তাই ভক্তিমার্গে বড় লিঙ্গ বানানো হয় । কিন্তু আত্মা তো ছোটো । এই হলো প্রকৃতি । কোথায় এর অন্ত ? পরের দিকে অনন্ত বলে দেয় । বাবা বোঝান সম্পূর্ণ পার্ট আত্মাতেই ভরা আছে । এ হলো প্রকৃতি । এর অন্ত পাওয়া যায় না । সৃষ্টিচক্রের অন্ত তো পাওয়া যায় । রচয়িতা আর রচনার আদি – মধ্য এবং অন্তকে তোমরা জানো । বাবা হলেন নলেজফুল । তাও যদি আমরা ফুল হই তাহলে পাওয়ার জন্য কিছুই থাকবে না । বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের পড়ান । তিনি হলেন বিন্দু । আত্মা বা পরমাত্মার সাক্ষাত্কার হলে থোড়াই খুশী হয় । পরিশ্রম করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে তাহলেই বিকর্মের বিনাশ হবে । বাবা বলেন আমার যখন জ্ঞান দেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে তখন তখন তোমাদেরও এই জ্ঞান বন্ধ হয়ে যাবে । এই জ্ঞান নিয়েই তোমরা অনেক উঁচু হয়ে যাও । সবাই কিছু না কিছু নিয়ে নেয় । তবুও বাবা তো বাবাই । তোমরা আত্মারা তো আত্মাই থাকবে, বাবা তো আর হবে না । এ তো হলো জ্ঞান । বাবা হলেন বাবা আর বাচ্চা হলো বাচ্চা । এ সবই বিচার সাগর মন্থন করে গভীরে যাওয়ার কথা । এও তোমরা জানো যে, সবাইকেই যেতে হবে । সবাই চলে যাবে । অল্প কিছু আত্মা থাকবে । সমস্ত দুনিয়াই সমাপ্ত হয়ে যাবে, তোমাদের নির্ভয় হয়ে থাকতে হবে । নির্ভয় থাকারই পুরুষার্থ করতে হবে তোমাদের । দেহ ইত্যাদির কোনো অনুভূতি যেন না থাকে এই অবস্থায় যেতে হবে তোমাদের । বাবা তোমাদের নিজের সমান তৈরী করেন, তোমরা বাচ্চারাও অন্যকে নিজের সমান বানাতে থাকো । এক বাবার স্মরণই যেন থাকে, এমন পুরুষার্থ করতে হবে তোমাদের । এখনো সময় আছে । তাই এর রিহার্সাল তীব্র করতে হবে । অভ্যাস না করলে তো পিছিয়ে পড়বে । পা কাঁপতে থাকবে আর হঠাৎ হার্টফেল হতে থাকবে । তমোপ্রধান শরীরের হার্টফেল হতে থোড়াই দেরী লাগে । যত অশরীরি হতে থাকবে,বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে ততই কাছাকাছি আসতে থাকবে । যোগযুক্তরাই নির্ভয় থাকে । যোগেই শক্তি মেলে । জ্ঞানের দ্বারা ধন মেলে । বাচ্চাদের শক্তির প্রয়োজন । তাই এই শক্তি পাওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে থাকো । বাবা হলেন অবিনাশী সার্জন । তিনি কখনোই রোগী হন না । এখন বাবা বলছেন, তোমরা তোমাদের অবিনাশী ওষুধ দিতে থাকো । আমি এমন সঞ্জীবনী বুটি দিই যাতে কেউই কখনো অসুস্থ হয় না । কেবলমাত্র পতিত – পাবন বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই পবিত্র হয়ে যাবে । দেবতারা তো সর্বদাই নিরোগী এবং পবিত্র । বাচ্চারা তো এই ব্যাপারে নিশ্চিত যে, আমরা কল্পে – কল্পে আশীর্বাদী বর্সা নিই । বাবা অগুণতি বার এসেছেন, যেমন এখন তিনি এসেছেন । বাবা যা শেখান বা বোঝান, তাই রাজযোগ । ওইসব গীতা ইত্যাদি সবই ভক্তিমার্গের । এই জ্ঞানমার্গ একমাত্র বাবাই বলেন । বাবা এসেই আমাদের নীচে থেকে উপরে ওঠান । যারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত বুদ্ধির, তারাই মালার দানা হতে পারে । বাচ্চারা বুঝতে পারে যে, ভক্তি করতে করতে আমরা নীচে নেমে গেছি । এখন বাবা এসে আমাদের প্রকৃত কামাই করান । লৌকিক বাবা এমন কামাই করান না যা পারলৌকিক বাবা করান । আচ্ছা । বাচ্চাদের শুভ রাত্রি আর নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সেবাপরায়ণ হতে বলে বিকারের অংশমাত্রকেও সমাপ্ত করতে হবে । সেবার প্রতি নেশা রাখতে হবে ।

২) আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান, আমরা শ্রীমতে চলে ভারতকে বিষ্ণুপুরী তৈরী করছি, যেখানে সবাই প্রকৃত বৈষ্ণব থাকবে .....এই নেশায় থাকতে হবে ।

বরদান :- এক হিম্মতের বিশেষত্বের দ্বারা সর্বের সহযোগ প্রাপ্ত করে সামনে এগিয়ে যাওয়া বিশেষ আত্মা হও

যে বাচ্চারা হিম্মতের সঙ্গে, নির্ভয় হয়ে এগিয়ে যায়, তারা বাবার সাহায্য স্বত:ই প্রাপ্ত করে । এই হিম্মতের বিশেষত্বের দ্বারাই সর্বের সহযোগ পাওয়া যায় । এই এক বিশেষত্বের দ্বারা অন্য অনেক বিশেষত্ব স্বত:ই এসে যায় । এক কদম আগে রাখো,তাহলেই অনেক কদম সহযোগের অধিকারী হয়ে যাবে । অন্যকেও এই বিশেষত্বের দান আর বরদান দিতে থাকো, অর্থাৎ এই বিশেষত্বকে সেবায় লাগাও, তাহলেই বিশেষ আত্মা হয়ে যাবে ।

স্লোগান :- বুদ্ধিকে হালকা রাখো যাতে বাবা চোখের পলকে বসিয়ে সাথে নিয়ে যেতে পারে ।